

আন্তর্জাতিক

ইসরায়েলি সেনাদের মধ্যে আত্মহত্যা বাড়ছে

প্রতিবেদক: Bangladesh

প্রকাশের তারিখ: বুধবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০৫:৪৩ PM



ইসরায়েলি সেনাসদস্যদের মধ্যে আত্মহত্যার ঘটনা বেড়ে চলেছে। চলতি বছরের প্রথম সাত মাসেই দেশটির ২৫ সেনাসদস্য আত্মহত্যা করেছেন বলে জানিয়েছে ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম হারেৎজ। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর সামরিক অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন।

মঙ্গলবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে হারেৎজ জানায়, ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত ২৫ সেনাসদস্য আত্মহত্যা করেন। তাদের মধ্যে ১৬ জন আত্মহত্যার সময় সক্রিয় দায়িত্বে ছিলেন। বাকি ৯ জন ছিলেন সদ্য অবসরপ্রাপ্ত সেনা। অবসর নেওয়া ওই ৯ জনই গাজায় ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) পরিচালিত সামরিক অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন।

ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম চ্যানেল সেভেনের পৃথক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগস্ট ও সেপ্টেম্বরেও অন্তত তিন ইসরায়েলি সেনাসদস্য আত্মহত্যা করেছেন। সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটে ১৪ সেপ্টেম্বর। ওই দিন মধ্য ইসরায়েলের একটি এলাকার একটি বাড়ি থেকে এক সেনাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। ঘটনাটি তদন্ত করছে দেশটির সামরিক পুলিশ।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর গাজা নিয়ন্ত্রণকারী ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের ইসরায়েলে হামলার পরদিন ৮ অক্টোবর থেকে গাজায় সামরিক অভিযান শুরু করে আইডিএফ। দীর্ঘ সময় ধরে চলা ওই অভিযানে বিপুল সংখ্যক ফিলিস্তিনি নিহত ও আহত হয়েছেন। ২০২৫ সালের ১০ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় হামাসের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলেও গাজা থেকে ইসরায়েলি বাহিনী পুরোপুরি প্রত্যাহার করেনি।

এরই মধ্যে ২০২৬ সালের মার্চ থেকে লেবাননেও সামরিক অভিযান শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী। সেই অভিযানও অব্যাহত রয়েছে। ফলে ইসরায়েলি সেনাদের একটি অংশকে দীর্ঘ সময় ধরে একাধিক সামরিক অভিযানে দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে।

সেনাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর দীর্ঘস্থায়ী সামরিক দায়িত্বের প্রভাব নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে। গত ফেব্রুয়ারিতে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পুনর্বাসন বিভাগের একটি সূত্র জানিয়েছিল, দুই বছরে মানসিক সমস্যার কারণে চিকিৎসা নেওয়া সেনাসদস্যের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

সূত্রটির তথ্যমতে, ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে মানসিক সমস্যার কারণে চিকিৎসাধীন সেনাসদস্যের সংখ্যা ছিল প্রায় ১১ হাজার। দুই বছর পর, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে এই সংখ্যা বেড়ে প্রায় ৩১ হাজারে দাঁড়ায়।

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাবে, দেশটির প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা বাহিনীর প্রায় ৩৮ শতাংশ সদস্য বর্তমানে কোনো না কোনো ধরনের মানসিক সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। দীর্ঘমেয়াদি সামরিক দায়িত্ব, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং একাধিক সংঘাতে অংশগ্রহণের কারণে সেনাদের মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি দেশটির নিরাপত্তা কাঠামোয় ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

তবে আত্মহত্যার প্রতিটি ঘটনার কারণ আলাদাভাবে তদন্ত করা প্রয়োজন। কোনো নির্দিষ্ট সামরিক অভিযান বা মানসিক সমস্যার সঙ্গে এসব মৃত্যুর সরাসরি কারণগত সম্পর্ক রয়েছে। এমন সিদ্ধান্ত কেবল এই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে টানা যায় না।

এ বিভাগের আরও খবর



পরমাণু অস্ত্র তৈরির পরিকল্পনা থেকে ইরান সরে এসেছে, দাবি ট্রাম্পের
তেহরানের সঙ্গে চলমান যুদ্ধে ইরানকে পরমাণু অস্ত্র তৈরি থেকে বিরত রাখা যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। তবে এবার ট্রাম্প দাবি করেছেন, ইরান...



সীমান্তে অনুপ্রবেশের ঘটনায় পাকিস্তানি কূটনীতিককে তলব ভারতের
সীমান্ত নিয়ে অনুপ্রবেশ এবং সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তানি মাদক চক্রের তৎপরতার অভিযোগে পাকিস্তানের কাছে কড়া প্রতিবাদ
জানিয়েছে ভারত।ভারতীয় সংবাদ সংস্থা...



রিয়াদে আরামকো স্থাপনায় ক্ষেপণাস্ত্র-দ্রোণ হামলার দাবি হুতিদের
সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি আরামকোর একটি স্থাপনায় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও দ্রোণ দিয়ে হামলার
দাবি করেছে ইয়েমেনের সশস্ত্র...



হুতিদের বিরুদ্ধে বড় হামলার প্রস্তুতি সৌদি আরবের
ইরান-সমর্থিত ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের সামরিক অভিযান চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে সৌদি আরব। এ হামলার
পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে র...